দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ..22 APR 1989 ...
পৃষ্ঠা··· ৫ ... ২ ...

পরীক্ষায় নকল উচ্ছেদ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উচ্চপর্যায়ের সভায় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধে বর্তমান সরকারের পূর্ণ সদিচ্ছা আছে। সরকার পরীক্ষায় সব রকম দুর্নীতি নির্মূল করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলে তিনি মন্তব্য করেন। পরীক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত হোক এটা সবারই কাম্য। পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় তা সত্যি বলতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক দুর্বলতারই সাক্ষ্য দেয়। প্রায় দীর্ঘ সতের বছর পরীক্ষা ক্ষেত্রে এই অব্যবস্থা টিকে থাকায় এটাই প্রমাণ হয় যে সমস্যাটা কঠিন এবং এর মূল বেশ গভীরে। শুধু মাত্র প্রশাসনিক পদক্ষেপে এ অব্যবস্থা দূর হবার নয়।

বিশেষ করে এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় নকল প্রবণতা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে বিষয়টা খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বস্তা বস্তা নকল উদ্ধারের ঘটনা দেখে অনেকেই এবার বিচলিত হয়েছেন। পরীক্ষায় এ রকম দুর্নীতি চলতে থাকলে পরীক্ষা যে অর্থহীন হয়ে যায় এ ব্যাপারে প্রায় সকলেই একমত। তবে নকল বন্ধ করাও যে খুব সহজ কাজ নয় সংশ্লিষ্ট সকলেই এতদিনে সে কথা বুঝতে পারছেন। দীর্ঘ সময় ধরে নকল বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন পন্থ প্রয়োগ করে দেখা হয়েছে—পুলিশ নিয়োগ, ১৪৪ ধারা জারী, গোলাগুলি থেকে শুরু করে কেন্দ্র বাতিল পর্যন্ত। কিন্তু কোন পদক্ষেপই যেহেতু খুব কার্যকর হয়নি তাই বিষয়টা সম্পর্কে নতুন করে ভেবে দেখার প্রশ্ন উঠছে।

যে সব পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে তার সাময়িক প্রভাব পরীক্ষা অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে কিছু সহায়তা করে নিশ্চয়। তবে নকল বন্ধ করার স্থায়ী ও কার্যকর ব্যবস্থা চাইলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাতে ঠিকমত লেখাপড়া হয় তার ওপর সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। পরীক্ষার্থীদের পড়তে বাধ্য করতে হবে। প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনার বিষয় সর্বাধিক গুরুত্ব পেলে শিক্ষার্থীরাও পড়তে আগ্রহী হবেন। পড়াশুনা থাকলে নকলের প্রয়োজন আপনিই ঘুচে যাবে। এর পাশাপাশি কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থাও নিতে হবে।